সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশকে উন্নয়নমূলক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের যথার্থ অগ্রদূত হিসেবেই গণ্য করা হয়। গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ড. মুহাম্মদ ইউনূস যে কার্যক্রম শুরু করেছিলেন, সেটাই তাঁর এবং প্রতিষ্ঠানটির জন্য ২০০৬ সালে নোবেল পুরস্কার নিয়ে এসেছে। বিশ্বজুড়ে গ্রামীণ ব্যাংক কার্যক্রমের স্বীকৃতি রয়েছে এবং অনেক দেশেই তা অনুসরণ করা হচ্ছে। তবে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে কোনো না কোনো ধরণের ক্ষুদ্র-অর্থায়ন কার্যক্রম বহু পূর্বাবধি প্রচলিত ছিল।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের সময়, বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন সংগঠন, যেমন, বাণিজ্যিক ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক এবং সমবায় সমিতিসমূহ বাছাইকৃত সদস্যদেরকে নানাবিধ ছোট আকারের ঋণ প্রদান করতো। তবে সাধারণত দরিদ্ররা গতানুগতিক ধারার অর্থায়ন প্রক্রিয়ার বাইরে থেকে যেতো। একটি বিশেষ ধরণের সমবায় পদ্ধতি 'কুমিল্লা মডেল' (Comilla Model) পরিচয়ে দরিদ্রদের জন্য ঋণ এবং সঞ্চয় কার্যক্রম শুরু করেছিল। কিন্তু খেলাপী ঋণের পরিমাণ বিপুলভাবে বেড়ে যাওয়াতে 'কুমিল্লা মডেল' কার্যক্রমের প্রাথমিক সাফল্য ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। তবে পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ ব্যাংকসহ বিভিন্ন কার্যক্রম 'কুমিল্লা মডেল' থেকে অনেক শিক্ষণীয় ধারণা লাভ করে ছিল। প্রাসঙ্গিক শিক্ষাটা মূলত ছিল এই যে, দরিদ্র এবং অ-দরিদ্র (poor and non-poor) উভয়কে অর্ন্তভুক্ত করে – এ রকম সমবায় কার্যক্রম অভিজাত শ্রেণী কর্তৃক হস্তগত (elite capture) হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। যারা দরিদ্র নয় তাদেরকে বাইরে রেখে, গ্রামীণ ব্যাংক শুধু দরিদ্রদের দিকেই লক্ষ্য নিবদ্ধ করেছিল।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণের বিপুল প্রসার এবং বিশ্বজুড়ে বহু দেশে অনুসারিত হওয়া সত্ত্বেও, গ্রামীণ ঋণ পদ্ধতিটি দেশে-বিদেশে প্রবলভাবে সমালোচিত হয়ে থাকে। সমালোচনার মূল কারণ হচ্ছে, অনেকেই আশংকা করেন যে, উচ্চ সুদের হারের কারণে ঋণ-গ্রহীতারা অতি-ঋণগ্রস্থতায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। আরো অনেক সমালোচক ক্ষুদ্র-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের জোরপূর্বক ঋণের কিস্তি আদায় পদ্ধতির কথা উল্লেখ করে থাকেন। অবশ্য বিভিন্ন গবেষণায় ক্ষুদ্র-অর্থায়নের অনুকূল প্রভাবসমূহের বিবরণ পাওয়া যায়। তবে দরিদ্রদের ওপর ক্ষুদ্র-অর্থায়নের প্রভাব নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রচুর মতদ্বৈততাও রয়েছে। এসব উদ্বেগ এবং মতানৈক্যের (concerns and controversies) পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিকভাবে ক্ষুদ্র-অর্থায়নের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট যাচাই করে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থান এবং ভবিষ্যতের গতিধারা নির্ধারণের এখনই সময়। এই পর্যালোচনায় ক্ষুদ্র-অর্থায়নের ক্রমবিবর্তনের ধারা, বর্তমান অবস্থান, তৎপরতা এবং প্রভাব বর্ণনার মাধ্যমে এ কাজটি করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। সেই সাথে অর্থায়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে, বর্তমান পর্যালোচনার মাধ্যমে সরকারী নীতিনির্ধারক এবং সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের জন্যও ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ উপস্থাপন করা হয়েছে।